অধ্যায় - ১ ♦ আকাইদ ও নৈতিক জীবন

জ্ঞানমূলক প্রশ্নোত্তরঃ

১। আকাইদ শব্দের অর্থ কী ?
উত্তরঃ বিশ্বাসমালা।
২। ইসলামের মূল ভিত্তি কী ?
উত্তরঃ আকাইদ।
৩। ইমান শব্দের অর্থ কী ?
উত্তরঃ বিশ্বাস, স্বীকার করা, কৃতজ্ঞতা, নিরাপত্তা ইত্যাদি।
৪। পুনরুত্থান কী ?
উত্তরঃ ইহকালের কৃতকর্মের হিসাব তথা জবাবদিহির জন্য হাশরের ময়দানে সবাইকে ওঠানো হবে। একে পুনরুত্থান বলে।
৫। মানবজীবনে তাওহিদে বিশ্বাসের প্রভাব কী
উত্তরঃ তাওহিদে বিশ্বাস মানুষের মাঝে আত্মসচেতনতা ও আত্মমর্যাদাপবোধ জাগ্রহ করে।

অনুধাবনমূলক প্রশ্নোত্তরঃ

১। ইমান বলতে কী বোঝ ?
উত্তরঃ ইমান শব্দের অর্থ বিশ্বাস করা, স্বীকার করা, কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা ইত্যাদি। ইসলামের পরিভাষায় ইসলামের মূল বিষয় ও অনুশাসনসমূহ মৌখিক স্বীকৃতি, আন্তরিক বিশ্বাস ও বাস্তব জীবনে পালন করাকে ইমান বলে।]
২। দীন বলতে কী বোঝ ?
উত্তরঃ দীন শব্দের অর্থ জীবনবিধান বা পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা। দীন বলতে এমন একটি বিধান ও ব্যবস্থাকে বোঝায় যা মানবজীবনের সকল দিক ও বিভাগ সম্পর্কে আলোচনা করে এবং মানজীবনের সকল সমস্যা নির্ভুলভাবে সমাধান করে।
৩। কুফর বলতে কী বোঝ?
উত্তরঃ 'কুফর' শব্দের অর্থ ঢেকে রাখা, গোফন করা, অবিশ্বাস করা, অস্বীকার করা, অকৃতজ্ঞতা ও অবাধ্যতা ইত্যাদি। ইসলামের পরিভাষায়, ইসলামের মূল বিষয়গুলো, আল্লাহ প্রদত্ত বিধি-বিধানসমূহ এবং আল্লাহর একক সত্তা ও তাঁর গুণাবলিকে অবিশ্বাস ও অস্বীকার করাকে কুফর বলে।
৪। শিরক বলতে কী বোঝ ?
উত্তরঃ আভিধানিক দিক থেকে শিরক হলো কোনো কাজে অংশীদার সাব্যস্ত করা, অংশীদার বা একাধিক স্রষ্টা ও একাধিক উপাস্যে বিশ্বাস করা। ইসলামের পরিভাষায়, কোনো কিছুকে আল্লাহর সত্ত, গুণ অথবা তাঁর কোনো কাজের সাথে অংশীদার সাব্যস্ত করাকে শিরক বলে।
৫। নিফাক বলতে কী বোঝ ?
উত্তরঃ নিফাক একটি আরবি শব্দ। এর আভিধানিক অর্থ কপটতা, ভন্ডামি, প্রতারণা, ধোঁকাবাজি, দ্বিমুখী ভাবে পোষণ করা। অন্তরে বিরোধিতা গোপনে রেখে বাইরে আনুগত্য ও বন্ধুত্ব প্রদর্শন করা। ইসলামের পরিভাষায়, অন্তরে কুফর ও অবাধ্যতা গোপন রেখে রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক সুযোগ-সুবিধা পাওয়ার আশায় মুখে ইমানদারসুলভ বাক্য উচ্চারণ ও লোক দেখানো অনুষ্ঠান পালন করাকে নিফাক বলে।

১.নং প্রশ্নের উত্তরঃ

ড. আবুল কালাম একজন মুসলিম পন্ডিত। একবার তিনি 'রিসালাত ও খতমে নবুয়তে বিশ্বাস' শীর্ষক বিষয়ের ওপর একটি ইসলামি সেমিনারে বক্তব্য রাখছিলেন। এমন সময়ে আসিফ নামের একজন শ্রোতা বললেন, 'আমার এক বন্ধু সালাত আদায় করে, সাওম পালন করে কিন্তু সে মনে করে নবুয়তের দরজা সর্বদা উন্মুক্ত, একনও আরও নবি আগমনের সম্ভাবনা আছে।' তদুত্তরে তিনি কুরআনের একটি আয়ত উল্লেখ করে বলেন, বরং তিনি (মুহাম্মদ) আল্লাহর শেষ রাসুল এবং নবি।'
ক. রিসালাতের শাব্দিক অর্থ কী ?
খ. 'খতমে নবুয়ত' বলতে কী বোঝায় ?
গ. খতমে নবুয়ত সম্পর্কে আসিফের বন্ধু দৃষ্টিভঙ্গিকে তুমি কীভাবে ব্যাখ্যা করবে ?
ঘ. ' নবুয়তের দরজা সর্বদা উন্মুক্ত'- এ বিশ্বাস নিয়ে আসিফের বন্ধুর ইবাদত কী শরিয়তসমূহ ? বিশ্লেষণ কর।

উত্তরঃ (ক)

রিসালাত এর শাব্দিক অর্থ বার্তা, চিঠি পৌছানো, সংবাদ দেওয়া বা শুভ কর্মের দায়িত্ব বহন করা।

উত্তরঃ (খ)

খাতুমুন অর্থ সমাপ্তি বা শেষ। খাতুমুন নবুয়ত অর্থ নবুয়তের পরিসমাপ্তি। পৃতিবীতে নবি-রাসুলগণের আগমনের শেষকে খতমে নবুয়ত বোঝায় ।

উত্তরঃ (গ)

'নবুয়তের দরজা সর্বদা উন্মুক্ত, এখনও আরও নবি রাসুলের আগমনের সম্ভাবনা আছে'- এ ধরনের মনোভাবে পোষণ করার মাধ্যমে তার খতবে নবুয়তের প্রতি বিশ্বাসহীনতা প্রকাশ পেয়েছে। যা শরিয়তের মূল চেতনা পরিপন্থী ও স্পষ্ট লঙ্ঘন। কেননা আল্লাহ বলেন, 'মুহাম্মদ (স) তোমাদের কোনো পুরুষ লোকের পিতা নন বরং তিনি আল্লাহর রাসুল এবং শেষ নবী।' এ প্রসঙ্গে মহানবি (স) বলেন, 'আমি শেস নবি, আমার পরে কোনো নবি নেই।' মহানবি (স.)- কে সর্বশেষ নবি হিসেবে বিশ্বাস করা ইমানের অঙ্গ। এ দিক থেকে তাকে প্রকৃত ইমানদার বলা যায় না।

উত্তরঃ (ঘ)

উদ্দীপকে উল্লিখিত বক্তব্য অনুসারে আসিফের বন্ধুর ইবাদত শরিয়তসম্মত নয়।

ইসলামের দৃষ্টিতে মহানবি (স) শেষ নবি এ কথা বিশ্বাস করা অপরিহার্য। কিন্তু আসিফের বন্ধু মধ্যে এ বিশ্বাস নেই। সুতরাং সে মুসলিম হবার প্রাথমিক শর্ত পূরণে ব্যার্থ। এমতাবস্থায় তার সালাত, সাওম সব কিছুই অগ্রহণযোগ্য। আসিফের বন্ধুকে কুরআন হাদিস পড়ে খাতামুন নবুয়ত সম্পর্কে পূর্ণ ধারনা আনতে হবে। তা না হলে তার কোনো ইবাদতই কবুল হবে না। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে, মুহাম্মদ (স) তোমাদের কোনো পুরুষ লোকের পিতা নন বরং তিনি আল্লাহর রাসুল এবং শেষ নবি।' পবিত্র কুরআনের বানী না মানলে সে নিজেকে ইমানদার বলে দাবি করতে পারে না। সুতরাং তার মন্তব্য সঠিক নয়।

২.নং প্রশ্নের উত্তরঃ

আবদুর রহমান আখিরাতের ভয়ে নিয়মিত সালাত আদায় করেন। ইমাম সাহেবের খুতবায় ঈমান ও আখিরাতের বর্ণনা শুনে জাহান্নামের ভয়ে সে বিচলিত হয় এবং তার চোখে পানি আসে। সে গরিব। তার আয় রোজগারের কথা জিজ্ঞসা করলে সে বলে, 'আলহামদুলিল্লাহ, আমি ভাল আছি। আল্লাহ আমাকে যা দিয়েছেন আমি তাতে সন্তুষ্ট"।

(ক) ঈমান শব্দটির অর্থ কী?

(খ) ইসলামের আখিরাতের প্রতি ঈমানের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা কর।

(গ) আব্দুর রহমান আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট-এ থেকে আমরা কী শিক্ষা লাভ করতে পারি?

(ঘ) আব্দুর রহমান একজন প্রকৃত মুমিন-মূল্যায়ন কর।

উত্তর ঃ (ক)

ঈমান অর্থ হলো দৃঢ় বিশ্বাস।

উত্তর ঃ (খ)

মৃত্যুর পরের জীবনকে বলে আখিরাত। প্রত্যেক নর-নারীর সেখানে দুনিয়ার ভালমন্দ কাজের জবাবদিহি করতে হবে আখিরাতের। সেখানে দুনিয়ার ভাল কাজের জন্য পুরস্কার এবং মন্দ কাজের শাস্তি দেওয়া হবে। কাজেই ইসলামের দৃষ্টিতে আখিরাতের প্রতি ঈমান আনা প্রত্যেকের উপর ফরয। যদি কেউ আখিরাতের প্রতি ঈমান আনতে গড়িমসি করে তাহলে সে মুসলমান হিসেবে গণ্য হবে না।

উত্তর ঃ (গ)

আব্দুর রহমান আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট এ থেকে আমরা নিম্নোক্ত শিক্ষা রাভ করতে পারি।

- ♦ অল্পতে তুষ্ট থাকা ঃ আব্দুর রহমান আর্থিকভাবে গরিব হওয়া সত্ত্বেও অল্প ধন-সম্পদ নিয়ে আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট রয়েছেন। আমাদেরও উচিত আল্লাহ যে অবস্থায় আমাদেরকে রেখেছেন তাতে তুষ্ট থাকা।
- ♦ অন্যের সম্পত্তি লোভ লাভসা থেকে মুক্ত থাকা ঃ নিজের সম্পদ না থাকলেও অন্য লোকের ধন-সম্পদ দেখে লোলুপ দৃষ্টি না করা।
- ♦
- ♦ কেননা অপরের সম্পদের প্রতি মোহ থাকা মোটেই উচিত নহে। আব্দুর রহমান তাই করেছিলেন।
- ♦ নিয়মিত সালাত আদায় ঃ আব্দুর রহমান নিয়মিত সালাত আদায় করে আল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করতেন। আমাদেরও এমনটি করা উচিত।

♦ জাহান্নামকে ভয় করা ঃ জাহান্নামের ভয়ে আব্দুর রহমান ইবাদাত বন্দেগীতে মশগুল থাকতেন। তাঁর মত আমাদের ও আল্লাহর বন্দেগীতে মশগুল থাকতেন। তাঁর মত আমাদেরও আল্লাহর ইবাদাত বন্দেগীতে মশগুল থাকা একান্ত বাঞ্চনীয়।

♦ আল্লাহ গজব থেকে রক্ষা পাওয়া ঃ আব্দুর রহমানের মত আমাদের ও উচিত সালাত ও অন্যান্য ইবাদাতের মাধ্যমে আল্লাহর গযব থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য প্রার্থনা করা। কেননা আল্লাহ সকল মানুষকে তাঁর গযব থেকে বাঁচিয়ে রাখেন।

সুতরাং , আব্দুর রহমানের মত একজন খাঁটি ঈমানদার ও মুমিন হওয়া প্রত্যেক মুসলমান নর-নারীর জন্যে অত্যাবশ্যাক।

উত্তর ঃ (ঘ)

আব্দুর রহমান কর্ম ও বিশ্বাসে একজন প্রকৃত মুমিন তা নিচে তুলে ধরা হল ঃ

প্রকৃত মুমিন হওয়ার জন্য যে গুণাবলি একজন মুসলমানের দরকার আব্দুর রহমানের মাঝে সেসব গুণাবলি পরিস্ফুট হয়েছিল। আব্দুর রহমান কর্ম ও বিশ্বাসে পরকাল বা আখিরাতে আল্লাহর মারাত্মক শাস্তি ও গযব থেকে বাঁচার জন্য সালাতের মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালার কাছে প্রার্থনা করেছিলেন। আর ইমাম সাহেবের খুৎবা শুনে মনে মনে চিন্তা ভাবনা করেন আল্লাহ তায়ালার অনুগ্রহ ছাড়া জাহান্নামের কঠিন শাস্তি থেকে রক্ষা পাওয়া মোটেই সম্ভবপর নয়। আল্লাহর কঠিন শাস্তির ভয়ে নিভৃতে সালাতে ও ইবাদাতে তার চোখে অঝোরে পানি আসতে থাকে।

অতএব এটাই প্রতীয়মান হয় যে, একজন মুসলমানের উচিত আল্লার নাম স্মরণ রেখে জাহান্নামের কঠিন শাস্তি থেকে নিজেকে বাঁচানোর জন্য ইসলামী শরীয়াত মতে জীবন পরিচালনা করা। এতে করে আপনাতেই আল্লাহর ভয়ে একজন প্রকৃত মুমিনের চোখে পানি আসতে বাধ্য। আব্দুর রহমানের তা-ই হয়েছে। কেননা মুমিনের চোখের পানি দ্বারা জাহান্নামের আগুন নিভে যায়।

প্র্যাকটিস অংশ:-সৃজনশীল প্রশ্নঃ

১. মনে কর, করিম একজন ব্যবসায়ী। সে নিজেকে বড় বুদ্ধিমান মনে করে। পণ্যদ্রব্যে ভেজাল দেয়, মিথ্যা বলে, ওজনে কম দেয়। একদিন সে মসজিদের ইমাম সাহেবকে পবিত্র কুরআনের উদ্ধৃতি দিয়ে বলতে শুনেছে যে, নিশ্চয়ই মুনাফিকরা মিথ্যাবাদী। তাদের স্থান জাহান্নামের সর্বনিম্নস্তরে।
   (ক) মিথ্যা বলা কিসের লক্ষণ?
   (খ) নিফাক বলতে কী বোঝ?
   (গ) করিম তার চরিত্রকে কীভাবে সংশোধন করতে পারে?
   (ঘ) কুরআনের আলোকে মুনাফিকের পরিণতি বিশ্লেষণ কর।

২. রফিক মুদী দোকানদার। সে মালে ভেজাল দিয়ে বিক্রি করে। ওজনে কম দেয়। ভালো মালের সাথে মন্দ মাল মিশিয়ে বিক্রি করে। বিক্রির সময় মিথ্যা বলে। একদিন সে মসজিদের ইমাম সাহেবের কাছে শোনে, তার এ ধরনের কাজের জন্য পরকালীন জীবনে কঠিন শাস্তি ভোগ করতে হবে
   (ক) নিফাক অর্থ কী?
   (খ) মুসলমানদের জন্য মুনাফিকরা কাফির অপেক্ষা জঘন্য শত্রু কেন?
   (গ) ইসলামের দৃষ্টিতে কী ধরনের লোক হিসেবে পরিগণিত হবে? ব্যাখ্যা কর।
   (ঘ) মুনাফিকের সামাজিক পরিণতি বর্ণনা কর।

৩. কবীর ও সাব্বির দু ব্যবসায়ী। ব্যবসায়ী লেনদেনের সূত্র ধরে কবীর সাব্বিরের কাছে পঞ্চাশ হাজার টাকা পায়। তারা টাকা পরিশোধের জন্য একটি নির্দিষ্ট দিন ধার্য করে। পরে কবীর নির্ধারিত তারিখে টাকা চাইলে সাব্বির তেড়ে বসে। ফলে তাদের মধ্যে ঝগড়ার সূত্রপাত হয়। পরে বিষয়টি একজন বিজ্ঞ আলেমকে জানালে তিনি বলেন, সাব্বির তুমি ওয়াদা ভঙ্গ করেছ। মুনাফিকদের অন্যতম লক্ষণ হল ওয়াদা ভঙ্গ করা। আর মুনাফিকদের জন্য রয়েছে ভয়ানক শাস্তি।
   (ক) নিফাক অর্থ কী?
   (খ) মুনাফিকদের চিহ্নগুলো কী কী?
   (গ) কবীর ও সাব্বিরের সমস্যা সমাধানে তুমি কী পদক্ষেপ গ্রহণ করবে?
   (ঘ) কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে মুনাফিকদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য আলোচনা কর।

৪. জনাব মির্জা সাহেব নির্বাচনের আগে এলাকায় এলাকায় ওয়াদা দিয়েছিল যে ভাঙা রাস্তাঘাট মেরামত করে দিবেন এবং ভাঙা মসজিদগুলো সংস্কারের ব্যবস্থা করবেন, কিন্তু নির্বাচনে জয়ী হওয়ার পর তিনি কোনো কাজ করেন নাই। এমন কি এসব ব্যাপারে কথা বললে তিনি বলেন, ওগুলো ছিল নির্বাচনি ওয়াদা। তা পূরণ করার প্রয়োজন নেই। একথা শুনে জনৈক ব্যক্তি বললেন, লোকটা আচ্ছা মুনাফিক।
   (ক) মুনাফিক কাকে বলে?
   (খ) "মুনাফিকরাও কাফির" একথা বুঝিয়ে দাও।

(গ) উদ্দীপকের সাহায্যে ব্যাখ্যা কর "মির্জা সাহেবের মতো লোকেরা দেশ ও জনগণের কল্যাণ করবে না।"
(ঘ) ইসলামের দৃষ্টিতে মির্জা সাহেবের পরিণাম ব্যাখ্যা কর।

৫. রফিক ও শফিক দুই বন্ধু। রফিক সবসময় নিজের স্বার্থ আদায় করার জন্য সমাজের যেখানে যেরূপ ধারণ করা প্রয়োজন সেরূপ ধারণ করে। শফিক তার বন্ধুর এ স্বভাবকে অপছন্দ করলে, রফিক বলে, এভাবে না চললে দুনিয়াতে টিকে থাকা খুবই কঠিন। জবাবে শফিক বলল, এটা মুনাফিকের লক্ষণ। আর মুনাফিকদের স্থান জাহান্নামের সর্ব নিম্নস্তরে।
(ক) নিফাক শব্দটির অর্থ কী?
(খ) শফিক তার বন্ধুর এ স্বভাবকে অপছন্দ করে কেন?
(গ) দুনিয়াতে টিকে থাকা সম্বন্ধে রফিকের যে মনোভাব, এ সম্বন্ধে তোমার মতামত ব্যক্ত কর।
(ঘ) "মুনাফিকের স্থান জাহান্নামের সর্বনিম্নস্তরে" ব্যাখ্যা কর।

৬. শামীম মিথ্যা কথা বলে না। কথা দিলে কথা রাখার চেষ্টা করে। তার কাছে কেউ যদি কোনো জিনিস আমানত রাখে তা ফিরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে। কেননা শামীম জানে, মিথ্যা বলা, ওয়াদা ভঙ্গ করা ও আমানতের খিয়ানত করা মুনাফিকের লক্ষণ। সে এ সকল কাজ থেকে দূরে থাকে বলে সকলে তাকে ভালোবাসে ও বিশ্বাস করে।
(ক) মুনাফিক বলতে কী বোঝায়?
(খ) মুনফিকদের জাহান্নামের সর্বনিম্নস্তরে নিক্ষেপ করা হবে কেন?
(গ) শামীমের কাজ কীভাবে তাকে সকলের নিকট গ্রহণীয় ও বিশ্বস্ত করে তুলেছে?
(ঘ) মহানবী (স) মুনাফিকের যে তিনটি চিহ্নের কথা উল্লেখ করেছেন সেগুলো ব্যাখ্যা কর।

৭. জনাব অধ্যাপক হারুনুর রশিদ বর্তমান সমাজের ওপর গবেষণা করেছেন। তিনি মুসলিম সমাজের ওপর গবেষণা করে লিখেন- বর্তমান মুসলিম সমাজের অবস্থা খুবই ভয়াবহ। মিথ্যা কথা বলা, আমানতের খিয়ানত এবং ওয়াদা ভঙ্গ যেন স্বাভাবিক ব্যাপার। কিন্তু আল্লাহর রাসূলের ঘোষণা মুনাফিকদের আলামত ৩টি- ১) কথা বলার সময় মিথ্যা বলা, ২) ওয়াদা ভঙ্গ করা এবং ৩) আমানতের খিয়ানত করা। আমরা যদি মুনাফিকের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ত্যাগ করি তাহলে মুসলিম সমাজের অবস্থা পরিবর্তন হবে।
(ক) মুনাফিক কাকে বলে?
(খ) মুনাফিকের দুটি কুফল ব্যাখ্যা কর।
(গ) তুমি অধ্যাপক হারুন সাহেবের গবেষণার আলোকে কোন কোন বৈশিষ্ট্য নিজের জীবনে প্রতিষ্ঠিত করবে?
(ঘ) কুরআন ও হাদিসের আলোকে মুনাফিকের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য পর্যালোচনা কর।

৮. মুরাদ নিজেকে খুব চালাক ও চতুর মনে করে। সে যেকোনো উদ্ভূত সমস্যার তাৎক্ষণিকভাবে অপকৌশলের মাধ্যমে সমাধান করতে পটু। এ বিষয়ে সে তিনটি পদ্ধতি মেনে চলে। স্বীয় স্বার্থে মিথ্যা বলে, প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে এবং কোনোকিছু আমানত রাখলে তা খিয়ানত করে। একদিন সে মসজিদের ইমাম সাহেবকে কুরআনের উদ্ধৃতি দিয়ে বলতে শুনেন যে, "নিশ্চয়ই মুনাফিকদের স্থান জাহান্নামের নিম্নতম স্তরে।"
(ক) মুনাফিকের লক্ষণ কয়টি?
(খ) নিফাক বলতে কী বোঝায়?
(গ) মুরাদ কিভাবে মুনাফিকের বৈশিষ্ট্যগুলো ত্যাগ করতে পারে?
(ঘ) অনুচ্ছেদে উল্লিখিত কুরআনের আয়াতের আলোকে মুনাফিকের পরিণতি বিশ্লেষণ কর।

৯. জয়নাল মুদী দোকানদার। সে মালে ভেজাল দিয়ে বিক্রি করে। ওজন কম দেয়, পণ্যদ্রব্যের দোষত্রুটি গোপন রাখে। ভালো মালের সাথে মন্দ মাল মিশিয়ে বিক্রি করে। বিক্রির সময় মিথ্যা বলে, ধোঁকাবাজির মাধ্যমে গ্রাহকদেরকে ক্ষতিগ্রস্থ করে লাভবান হয়। একদিন সে মসজিদের ইমাম সাহেবের কাছে শোনে, তার এ ধরনের কাজের জন্য পরকালীন জীবনে কঠিন শাস্তি ভোগ করতে হবে।
(ক) নিফাক অর্থ কী?
(খ) মুনাফিক কাকে বলে?
(গ) ইসলামের দৃষ্টিতে জয়নাল কী ধরনের লোক? ব্যাখ্যা কর।

(ঘ) ইসলামের দৃষ্টিতে জয়নালের কাজের পরিণাম ব্যাখ্যা কর।

১০। মনিম এস.এস.সি. পরীক্ষার্থী। পরীক্ষার পূর্বে এক মাজারে পীরের নিকট মনিম প্রার্থনায় বলল, "বাবা আমি যেন পরীক্ষায় ভালোভাবে পাস করতে পারি।" মাজারে মনিম অন্য একজনকে সিজদা করতে দেখল। বাড়ি ফিরে রাসেল মসজীদের ইমাম সাহেবের কাছে গিয়ে তাদের প্রার্থনা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি উত্তর দিলেন, "দু জনের প্রার্থনাই শিরক হয়েছে এবং আল াহ শিরক করার গুনাহ কখনও ক্ষমা করেন না।"

(ক) শিরক কী?

(খ) কাফির কে?

(গ) মনিম কিভাবে এ অপরাধ থেকে ক্ষমা পেতে পারে - আলোচনা কর।

(ঘ) "আল্লাহ শিরক করার গুনাহ কখনও ক্ষমা করেন না।"-এ আয়াতের আলোকে মনিমের কাজটি মূল্যায়ন কর।

১১। রাজিব একজন কাপড় ব্যবসায়ী। সে খারাপ জিনিসকে ভালো বলে বিক্রি করে। কাপড়ের দোষ-ত্রুটি গোপন রাখে। বিক্রির সময় মিথ্যা বলে, ধোঁকাবাজির মাধ্যমে গ্রাহকদেরকে ক্ষতিগ্রস্থ করে লাভবান হয়। একদিন সে মসজিদের ইমাম সাহেবের কাছে শোনে, তার এ ধরনের কাজের জন্য পরকালীন জীবনে কঠিন শাস্তি ভোগ করতে হবে।

(ক) 'নিফাক' অর্থ কী?

(খ) 'আমানতের খিয়ানত' বলতে কী বোঝায়?

(গ) ইসলামের দৃষ্টিতে রাজিব কী ধরনের লোক? ব্যাখ্যা কর।

(ঘ) ইসলামের দৃষ্টিতে রাজিবের কাজের পরিণাম মূল্যায়ন কর।

১২। সোহাগ স্বীয় স্বার্থে মিথ্যা কথা বলে, প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে। তার এক বন্ধু সৌরভ কিছু টাকা জমা রাখে। কিছুদিন পর সৌরভ টাকা ফেরত চাইলে সোহাগ কৌশলে অস্বীকার করে। এতে রাগান্বিত হয়ে সৌরভ সোহাগকে মুনাফিক বলে।

(ক) নিফাক শব্দের অর্থ কী?

(খ) নিফাকের কুফল ব্যাখ্যা কর।

(গ) সোহাগ কীভাবে মুনাফিকের বৈশিষ্ট্য ত্যাগ করতে পারে?

(ঘ) সোহাগকে মুনাফিক বলা কতটুকু যুক্তিসংগত হয়েছে?

১৩। বশির নামে একজন ছাত্র শ্রেণিতে জিজ্ঞেস করল, আমরা রিসালাতে বিশ্বাস করব কেন? শিক্ষক বললেন, কারণ রিসালাতে বিশ্বাস ঈমানের অঙ্গ। রিসালাতে বিশ্বাস না করলে কোনো বিশ্বাসই পূর্ণ হয় না। আল্লাহ তাআলা রিসালাত দিয়ে বহু নবী-রাসূল পাঠিয়েছেন। নবী-রাসূলগণ আমাদেরকে সত্য-সঠিক পথ দেখান।

(ক) রিসালাত কাকে বলে?

(খ) নবী-রাসূল প্রেরণের উদ্দেশ্য কী?

(গ) একজন মুসলিম হিসেবে বশির রিসালাত বিশ্বাসের মাধ্যমে কীভাবে ঈমানের পূর্ণতা লাভ করতে পারে?

(ঘ) "মুমিন জীবনে রিসালাতে বিশ্বাস অত্যন্ত গুরত্বপূর্ন " - মূল্যায়ন কর।

১৪। রুবেল তার শিক্ষদের কাছে জিজ্ঞাসা করল, সবচেয়ে বিশুদ্ধ ও নির্ভুল জীবন বিধান কোনটি? শিক্ষক বললেন, আল কুরআন। ইহা কখনও পরিবর্তনও পরিবর্ধন হবে না। কেননা আল াহ নিজেই এর হিফাজতের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন।

(ক) কিতাব অর্থ কী?

(খ) আসমানি কিতাব বলতে কী বোঝায়? বুঝিয়ে লেখো।

(গ) রুবেল কীভাবে আসমানি কিতাব সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা লাভ করতে পারে? ব্যাখ্যা করো।

(ঘ) আসমানি কিতাব আল কুরআনই রুবেলের জীবনে এনে দিতে পারে ইহকালীন ও পরকালীন মুক্তি।- বিশ্লেষণ করো।

১৫। ইলিয়াস সাহেব একজন চাকরিজীবী। তিনি প্রায়ই বিনা কারণে অফিসে দেরি করে আসেন। এ প্রসঙ্গে জিজ্ঞেস করলে তিনি মনগড়া অজুহাত তুলে ধরেন। সহকর্মীদের কাছ থেকে কিছু ধার নিলে তা যথাসময়ে ফেরত দেননা। অথচ পোশাক পরিচ্ছদে তাকে ভদ্র বলেই মনে হয়। তিনি আখিরাতের ব্যাপারে উদাসীন।

ক. আখিরাত শব্দের অর্থ কী?

খ. "আখিরাতে বিশ্বাস মানুষকে সৎ কাজে উদ্বুদ্ধ করে।"- বুঝিয়ে লেখো।

গ. আখিরাতে বিশ্বাস কীভাবে ইলিয়াস সাহবেকে দায়িত্ব পালনে নিষ্ঠাবান করে তুলবে? বর্ণনা করো।

ঘ. ইলিয়াস সাহেবের কর্মকান্ডের পরণাম ইসলামি শরীআতের আলোকে বিশ্লেষণ করো।

১৬। রায়হান সাহেব একজন সৎ পুলিশ অফিসার। তিনি তার দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করেন এবং কোনোরকম অনিয়ম বা দুর্নীতির আশ্রয় নেন না। এজন্য ডিপার্টমেন্টে তার বেশ সুনাম। সবাই তাকে খুব পছন্দ করে। রায়হান সাহেবের সত্য ও ন্যায়

পরায়ণতার পেছনে আখিরাতে বিশ্বাস কাজ করেছে। তিনি জান্নাত ও জাহান্নামে বিশ্বাস করেন। তিনি বিশ্বাস করেন আখিরাতে বিশ্বাসীদের জন্য রয়েছে কল্যাণ এবং অবিশ্বাসীদের জন্য বিপর্যয়।

(ক) আখিরাত কী?

(খ) জান্নাত বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা করো।

(গ) আখিরাতে বিশ্বাস কীভাবে রায়হান সাহেবকে দায়িত্বপালনে নিষ্ঠাবান করেছে?

(ঘ)"আখিরাতে বিশ্বাসীদের জন্য রয়েছে কল্যাণ এবং অবিশ্বাসীদের জন্য বিপর্যয়।" উদ্দীপকের এ উক্তিটি বিশ্লেষণ করো।

১৭। অনেক বছর পর শফিকের সাথে নাফিসের দেখা হয়। নাফিস দেশে বিদেশে ব্যবসা করে। আসরের আযান দিলে শফিক বলে, চলো দোস্তঙ , নামাজ পড়তে যাই। নাফিস বলে, বসো, পরে যাচ্ছি। শফিক নামাজ শেষ করে সে জিজ্ঞেস করল- তুমি নামাজে এমন উদাসীন কেন? নাফিস বলে- এখন বিভিন্ন কাজে ব্যস্ত থাকতে হয়। ব্যস্তঙ তা কমলে নামাজ পড়ব। শফিক বলল, কত বছর তুমি বেঁচে থাকবে তার গ্যারান্টি দিতে পারবে? পারবে না। অথচ তুমি জান হাদিসে আছে, 'দুনিয়া হল আখিরাতের শস্যক্ষেত্র'।

(ক) আখিরাত শব্দের অর্থ কী?

(খ) আখিরাতে বিশ্বাস করতে হবে কেন?

(গ) আখিরাতের প্রতি নাফিসের বিশ্বাস কতটুকু- ব্যাখ্যা করো।

(ঘ) 'দুনিয়া আখিরাতের শষ্যক্ষেত্র'- বিশ্লেষণ করো।

১৮। বেলালের প্রবাসী বন্ধু জহির দেশে ফিরে তার বাসায় বেড়াতে আসে। জোহরের আজান হলে বেলাল বলে, চল বন্ধু সালাত আদায় করে আসি। জহির বলে, তুমি যাও আমি পরে আসছি। বেলাল সালাত শেষ করে এসে দেখে জহির শুয়ে আছে। তখন বেলাল তাকে বলল, তুমি সালাতের ব্যাপারে এত উদাসীন কেন? জহির বলল, বুড়ো হলে মসজিদেরই পড়ে থাকব। তখন বেলাল বলল, হাদিসে আছে, "দুনিয়া আখেরাতের শস্যক্ষেত্র।"

ক. আখিরাত শব্দের অর্থ কী?

খ. আখিরাতের প্রতি বিশ্বাস প্রয়োজন কেন?

গ. জহিরের মনোভাব ইসলামের দৃষ্টিতে ব্যাখ্যা করো।

ঘ. অনুচ্ছেদে উল্লেখিত হাদিসের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করো।

১৯। জনাব হাবীবুর রহমান চৌধুরী সরকারি হাসপাতালের একজন সর্বজনপ্রিয় ও শ্রদ্ধেয় ডাক্তার। অন্য ডাক্তারদের মতো চাকরির সময় তিনি ক্লিনিকে কাজ করেন না। রোগীদের তার চেম্বারে যেতে বাধ্য করেন না। যথাসম্ভব হাসপাতালেই চিকিৎসা দেওয়ার চেষ্টা করেন। কেননা তিনি বিশ্বাস করেন, প্রত্যেকেই তার কাজের জন্য আখিরাতে জবাবদিহি করতে হবে?

(ক) আখিরাত কী?

(খ) হাবীবুর রহমান চৌধুরীর জনপ্রিয়তা ও সর্বজনশ্রদ্ধেয় হওয়ার কারণ কী?

(গ) আখিরাতে বিশ্বাস হাবীবুর রহমান চৌধুরীকে কীভাবে দায়িত্ব পালনে নিষ্ঠাবান করে তুলেছে?

(ঘ) প্রত্যেককেই তার কাজের জন্য আখিরাতে জবাবদিহি করতে হবে। উক্তিটি বিশ্লেষণ কর।

২০। কবর থেকে মানুষকে পুনরায় জীবিত করা হবে, বিচার করা হবে, অপরাধের জন্য শাস্তি দেয়া হবে কথাগুলো বিন্দুমাত্র বিশ্বাস করে না যয়নুদ্দীন। সে মনের করে মানুষ মরে, পচে, মাটির সাথে মিশে যাবে। এই মানুষ আর জীবিত হতে পারে না। তার বন্ধু মুনির হোসেন বলে, যে স্রষ্টা মানুষকে অস্তিত্বহীন থেকে অস্তিত্ব নিয়ে এসেছেন, সেই স্রষ্টা অবশ্যই আবার অস্তিত্ব নিয়ে আসতে অক্ষম। পৃথিবীর সময়কাল ক্ষণস্থায়ী। দুনিয়া হলো আখিরাতের শস্যক্ষেত্রে এ কথা মহানবি (স) নিজে বলেছেন।

(ক) আখিরাতের জীবন শুরু হয় কখন থেকে?

(খ) আখিরাতে বিশ্বাসের প্রয়োজনীয়তা কী?

(গ) যয়নুদ্দীন ও মুনির হোসেনের বিশ্বাসের মধ্যে পার্থক্য তুলে ধরো।

(ঘ) মহানবি (স)-এর হাদিসখানি যয়নুদ্দীনের বিশ্বাসের মূলেল কুঠারঘাত করেছে - প্রমাণ করো।

২১। শ্রেণীকক্ষে ধর্মীয় শিক্ষক আলোচনার এক পর্যায়ে বললেন, ইহকালের সংক্ষিপ্ত জীবনের পর মানুষের জন্য পরকালের জীবন অবধারিত। মুমিন ব্যক্তির জন্য আল াহ চিরস্থায়ী আরামদায়ক স্থান জান্নাত তৈরি করে রেখেছেন। জান্নাতি ব্যক্তির মন যা চাইবে যেখানে তাই পাওয়া যাবে। সুতরাং জান্নাতের এ অনাবিল সুখ ভোগ করতে হলে পার্থিব জীবনে প্রত্যেকটি মানুষকে আল্লাহর নির্দেশিত জীবনবিধান ইসলামের নীতির অনুসরণে পরিচালিত হওয়া উচিত।

(ক) জান্নাত কী?

(খ) কুরআন মাজীদে জান্নাতের কয়টি স্তর উল্লেখ আছে এবং কী কী?

(গ) আখিরাতে জান্নাত লাভ করতে হলে দুনিয়ায় আমাদের জীবনাচরণ কীরূপ হওয়া উচিত?

(ঘ) কুরআন ও হাদিসের আলোকে জান্নাতের সুখ -শান্তির বর্ণনা দাও।

২২। রহিম সাহেব একজন ঈমানদার ব্যক্তি। তিনি নিয়মিত নামাজ আদায় করেন। আল্লাহর উপর তার অন্তরে অগাধ বিশ্বাস। তিনি বিভিন্ন হাদিস পড়েন এবং সবাইকে এর গূরত্ব সম্পর্কে অভিহিত করেন। তিনি সবাইকে আখিরাতের সম্পর্কে সাবধান করেন এবং আল্লাহর উপর আস্থা রাখার পরামর্শ দেন।

(ক) ঈমান কি?

(খ) একজন ঈমানদার ব্যক্তি হিসাবে রহিম সাহেবের কি কি ভাল দিক রয়েছে?

(গ) রহিম সাহেব ইমানদার হওয়ার কারনে কি কি সুফল পাবেন?

(ঘ) রহিম সাহেবের মত একজন মুসলমানকে কয়টি বিষয়ের উপর ঈমান অনতে হয় - ব্যাখ্যা কর।

২৩। তাসনীমকে তার শিক্ষক বললেন যে, ইসলামে সকল বিশ্বাসের মূল হল তাওহীদ। সত্যিকারের মুসলিম হতে হলে তোমাকে তাওহীদ সম্পর্কে জানতে হবে এবং এর দাবি মেনে চলতে হবে। শিক্ষকের কথা শুনে তাসনীম তাওহীদ সম্পর্কে বেশ লেখাপড়া করে। সে এখন জানে, তাওহীদে বিশ্বাস মানুষের জীবনে আমূল পরিবর্তন নিয়ে আসে।

(ক) তাওহীদ অর্থ কী?

(খ) আল্লাহর পরিচয় দাও।

(গ) তাসনিমের জীবনে তাওহীদ কীভাবে প্রভাব বিস্তার করেছে - ব্যাখ্যা কর।

(ঘ) ইসলামে সকল বিশ্বাসের মূল হল তাওহীদ - উক্তিটি তুমি কিভাবে ব্যাখ্যা করবে?

২৪। ইসলাম সম্পর্কে নাদিমের আগ্রহের কারণে তার বাবা তাকে জানায়, ইসলাম একটি পূর্নাঙ্গ জীবনব্যবস্থা। মানবজীবনে যা কিছু প্রয়োজন তার সবকিছুর নীতি নির্ধারণী ইসলামে রয়েছে। এ জীবন ব্যবস্থায় কোনোরূপ অপূর্নতার কথা চিন্তা করা যায় না। এতে নতুনভাবে কোনোকিছুর সংযোজন বা বিয়োজন করার অবকাশ নেই। মানবতার শান্তি ও মুক্তির জন্য ইসলামের অনুসরণ ও বাস্তবায়ন অপরিহার্য।

(ক) ইসলাম কী?

(খ) আকাইদ কি - বুঝিয়ে বল।

(গ) নাদিমের বাস্তব জীবনে ইসলামি শিক্ষা গ্রহণের উপযোগিতা ব্যাখ্যা কর।

(ঘ) মানবতার শান্তি ও মুক্তির জন্য ইসলামের অনুসরণ ও বাস্তবায়ন অপরিহায কেন - তোমার মতামতগুলি ব্যাখ্যা কর।

→♦←